আদা (Ginger)

আবহাওয়া ও মাটিঃ

আদার জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া দরকার। আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানে আদা ভাল হয়।

উর্বর দো-আঁশ মাটি আদা চাষের জন্য সবচেয়ে ভাল। তবে এঁটেল মাটিতে চাষ করলে পানি নিষ্কাশনের খুব ভাল ব্যবস্থা থাকতে হবে।

জমি তৈরিঃ

মার্চ-এপ্রিল মাসে বৃষ্টি হওয়ার পর জমি যখন জো অবস্থায় আসে তখন ৬-৮ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করা হয়। এরপর ৪ মিটার দৈর্ঘ্য ও ২ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট বেডের চারিদিকে পানি সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য ৫০ সেমি. চওড়া নালা তৈরি করতে হবে।

সার প্রয়োগঃ

কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের উপর সারের পরিমান নির্ভর করে। বেশি ফলন পেতে হলে আদার জমিতে প্রচুর পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।

আদার জন্য প্রতি হেক্টরে নিম্নে উল্লিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবেঃ

সারের নাম	সারের পরিমাণ
গোবর	৫-১০ টন
ইউরিয়া	৩০০ কেজি
টিএসপি	২৭০ কেজি
এমওপি/পটাশ	২৩০ কেজি

সারের নাম	সারের পরিমাণ
জিপসাম	১১০ কেজি
দস্তা	৩ কেজি

সার প্রয়োগ পদ্ধতিঃ

সম্পূর্ণ গোবর এবং টিএসপি, জিপসাম, দস্তা এবং অর্ধেক এমওপি (পটাশ) সার জমি তৈরির সময় মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

বীজ বপনের সময়ঃ

এপ্রিল থেকে মে মাসে আদা বপন করা যায়। তবে এপ্রিলের শুরুতে আদা লাগালে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

বীজ হারঃ (বিঘা প্রতি)

আদার ফলন অনেকাংশে বীজের আকারের ওপর নির্ভর করে। বীজ আদার আকার বড় হলে ফলন বেশি হয়। ৩৫-৪০ গ্রাম আকারের বীজ রোপণ করলে আদার ফলন বেশি পাওয়া যায়। এজন্য বীজ রাইজোমকে সাবধানে ২.৫-৫ সেমি. দৈর্ঘ্যের দুই চোখ বিশিষ্ট ৩৫-৪০ গ্রাম ওজনের খন্ডে কেটে নিতে হবে। তবে খরচের কথা বিবেচনা করলে তুলনামূলকভাবে ছোট (২০-৩০ গ্রাম) আকারের বীজ ব্যবহার করা যেতে পারে। এ আকারের বীজ রোপণ করলে বিঘা প্রতি ২১০-৩২০ কেজি আদার প্রয়োজন হয়।

বীজ শোধনঃ

প্রায় ৮০ লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ বা ৮০ গ্রাম ব্যাভিস্টিন বা ১৬০ গ্রাম রিডোমিল গোল্ড এম জেড-৪৫ মিশিয়ে তার মধ্যে ১০০ কেজি আদা ৩০-৪০ মিনিট ডুবিয়ে শোধন করতে হবে। এ বীজ ছায়াযুক্ত স্থানে খড় বা চট দিয়ে ঢেকে রাখলে ভ্রূন বের হয়, যা জমিতে বপন করতে হয়।

বীজ বপনঃ

একক সারি পদ্ধতিঃ সারি – সারি= ২০ ইঞ্চি., গাছ – গাছ= ১০ ইঞ্চি।

দুই সারি পদ্ধতিঃ এক বেডে দুই সারির দূরত্ব= ২০ ইঞ্চি এবং গাছ – গাছ= ১০ ইঞ্চি, গভীরতা=২.০-২.৫ ইঞ্চি

বীজ আদা রোপনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে সব আদার অংকুরিত মুখ একদিকে থাকে। কারণ ৭৫-৯০ দিন পর এক পাশের মাটি সরিয়ে পিলাই (বপনকৃত আদা) সংগ্রহ করা যায়। এতে ৬০-৭০% খরচ উঠে আসবে।

আন্তঃপরিচর্যাঃ

বপনের ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে আদার গাছ বের হবে। বপনের ৫-৬ সপ্তাহ পর আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। আদার বৃদ্ধি ও পানি নিষ্কাশনের জন্য দুই সারির মাঝের মাটি ২-৩ বারে তুলে দিতে হবে। অনেক সময় মালচিং করলে ভাল হয়। জমিতে ছায়াদানকারী হিসেবে ধৈঞ্চা, বকফুল লাগানো যেতে পারে। সমস্ত গাছ ১.৫-২.০ মিটার লম্বা হলে আগা কেটে দিয়ে শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি করে ছায়ার ব্যবস্থা করা। এছাড়া আদার জমিতে লাউ, শিম, পটল লাগিয়ে বাড়তি আয় করা যায়।

উপরি সার প্রয়োগঃ (১)

অর্ধেক ইউরিয়া (১৫০ কেজি) ও বাকী পটাশের অর্ধেক (৫৭.৫ কেজি) ৫০ দিন পর প্রতি হেক্টর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

পিলাইতোলাঃ

- আদা রোপণের পর গাছও শিকড় গজিয়ে গেলে বীজ আদা তুলে নেওয়া যায়।
- এতে গাছের বৃদ্ধিতে তেমন কোন ক্ষতি হয় না।
- এ থেকে উত্তোলিত বীজ আদা বিক্রি করে কিছু আর্থিক লাভ হয়।
- এই পদ্ধতিটিকেই পিলাই তোলা বলে।

উপরি সার প্রয়োগঃ (২)

৭৫ কেজি ইউরিয়া ও ২৮.৭৫ কেজি পটাশ ৮০ দিন পর প্রতি হেক্টর জমিতে দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগ করতে হবে ।

উপরি সার প্রয়োগঃ (৩)

৭৫ কেজি ইউরিয়া ও ২৮.৭৫ কেজি পটাশ ১০০ দিন পর প্রতি হেক্টর জমিতে তৃতীয় উপরি প্রয়োগ করতে হবে ।

আদা সংগ্রহঃ

কন্দ রোপনের ৯-১০ মাস পর পাতা শুকিয়ে গেলে সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে কোদাল দিয়ে মাটি আলাদা করে আদা উত্তোলন করা হয়। ফসল সংগ্রহের পর মাটি পরিষ্কার করে আদা সংরক্ষণ করা হয়।

সংরক্ষণঃ

আদা উঠানোর পর বড় আকারের বীজ রাইজোম ছায়াযুক্ত স্থানে বা ঘরের মেঝেতে বা মাটির নিচে গর্ত করে গর্তের নিচে বালির ২ ইঞ্চি পুরু স্তর করে তার উপর আদা রাখার পর বালি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পরে খড় বিছিয়ে দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এতে আদার গুনাগুন এবং ওজন ভাল থাকে। গর্তে সংরক্ষণ করার পূর্বে বীজ আদা ০.১% কুইনালফস এবং ০.৩ % ডায়াথেন এম-৪৫ এর দ্রবণে শোধন করা হয়। উক্ত দ্রবণ থেকে উঠিয়ে রাইজোম ছায়ায় শুকানো হয়। গর্তের দেওয়ালের চারিদিকে গোবরের তৈরী পেস্ট দিয়ে প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে আদা রাখা হয়। আদার প্রতি স্তরের উপর ২ সেমি. পুরু শুকনো বালি বা করাতের গুড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। বায়ু চলাচলের জন্য গর্তের উপরিভাগে ও পাশে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফাঁকা জায়গা রেখে দেওয়া হয়।